গা ছমছম

মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ

পুনশ্চ

সূচিপত্র

বাজি ১১
নকুলেশ্বরের দেনা ১৮
দায়িত্ববান ভূত ২৩
নিঝুমপুরের যাত্রী ২৯
ছানাভূত ৩৬
সুবলগাজির সাহস ৪৩
পোড়োবাড়ি ৫০
ভূতের খপ্পরে নন্দ পাটারি ৫৭
লক্ষ্মীমতির ভূত ৬৩
দিগম্বরের ভূত ৭০
ভূতের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ ৭৭
মায়াটান ৮৩

বাজি

আমরা যখন পোলেরহাট শ্মশানে গিয়ে উঠলাম, তখন মধ্যরাত। বিশ্বচরাচর নিস্তব্ধ। কাকপক্ষীরাও ঘুমে অচেতন। কেবলমাত্র একটি লণ্ঠনের আলো টিমটিম করছে শম্ভুনাথের খোড়োচালার ঘরে। ও-ও ঘুমোচ্ছে অবশ্যই, অথবা ঝিমোচ্ছে। কখনও মাঝরাতেও মড়ার উদয় হয় কিনা। তখন নামনথিভুক্তিকরণের জন্যে তাকে খাতাপত্তর বাগিয়ে বসতে হয়। কিন্তু আমরা এসে দাঁড়িয়েছি অতি সন্তর্পণে। যাকে বলে, বেড়ালপায়ে। পক্ষীকুল টের পাবার কথা নয়। শম্ভুনাথ তো নয়ই।

শ্মশানের মাটিতে পা দেওয়ামাত্র গুড্ডু, লাল্টু, বিট্টুরা আমার জামাপ্যান্টের পকেটগুলো পুনর্বার সার্চ করে সামনে ঠেলে দিয়ে বলল, যা। দেরি করে কাজ নেই। কোনোদিনও শ্মশানঘাটের পথ মাড়াইনি। জীবনে প্রথম। ভয় করছে বড্ড। বুকের ভেতরটা তিড়িকমিড়িক করছে। কাজটি তাড়াতাড়ি সেরে বাড়ি ফিরি।

আমি মা-বিপত্তারিনীর নাম স্মরণ করে সামনের দিকে এগোতে থাকলাম। দুটি কাজ করতে হবে এখন আমায়। অনতিদূরে নদীপাড়ে মড়া পড়ে আছে একটি। তেমনই থাকার কথা। তার সাথে একটু কোলাকুলি করে আসতে হবে আমায়। বিজয়াদশমী উপলক্ষ্যে যেমনটি করে থাকি একে-অপরের সঙ্গে। ফিরে আসার সময় প্রমাণ হিসেবে মড়া ছোঁয়ার চিহ্ন আনা চাই। তার গায়ে চাপানো কাপড়টি এবং মড়ার খাটটিরও কিছু চিহ্ন। দড়ির টুকরো, বাঁশের ছাল- ইত্যাদি।

ব্যাপারটা সহজ করে বলি। গুড্ডু-লাট্টুদের সাথে বাজি লড়লাম। একহাজার টাকার বাজি। দু-পক্ষের দু-হাজার টাকা গচ্ছিত বর্তমানে ব্রজমামার কাছে। বাজি যে জিতবে, পুরস্কারস্বরূপ ব্রজমামা তার হাতে তুলে দেবেন পুরো টাকাটা।

বাজিটা লড়ব কিনা প্রথমে ইতস্তত করছিলাম বটে। অনেক ভেবে 'হ্যাঁ' বলে দিলাম। দুটি কারণে, এক, টাকার অঙ্কটা বেশ। আমার গরিব ট্যাঁক ভর্তি হয়ে যাবে। দুই, আর পাঁচজনের তুলনায় আমি সাহসী। তবে সুবর্ণ সুযোগটি হেলায় হারাই কেন!

তবু সত্যিটা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই- বাড়ি থেকে বেরিয়ে গোটা পথ যেমন-তেমন, শ্মশানঘাটের মাটিতে পা-দিয়ে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। এও সত্যি, এমন বাজি জীবনে লড়িনি। জীবন নিয়ে খেলার সমতুল্য। শ্মশানঘাটে কত-কত না সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে থাকে। কিছু বইতে পড়া। কিছু জীবন্ত। শোনা। যমরাজ সেখানে অহরহ টহলদারি করেন। ভূতপ্রেত-ব্রহ্মদত্যি-শাঁখচুন্নি সকলের খেলাঘর শ্মশানঘাট চত্বর। তবে?

এমন বাজির মুখোমুখি হওয়ার মূল কারণটি যদিও নিজেই। সর্বদা ভূতপ্রেতের নামে তুড়ি মারি। গাঁজাখুরি গপ্প, বলে তাচ্ছিল্য করি। তবে ওদেরও বা কানে সইবে কত? অমনি গুড্ডু চোখ টাটিয়ে তাকাল আমার দিকে। খ্যাপা শুয়োরের মতো ঘোঁতঘোঁত করতে-করতে বলল, খুব সাহসী হয়েছ তুমি, না? খুব? ভূত মানো না, ব্রহ্মদত্যি মানো না, পেতনি-শাঁখচুন্নি মানো না- মামদোবাজি? তবে একবার শ্মশানঘাটটি ভ্রমণ করে এসে দেখাও চাঁদু। দেখি তোমার বুকের পাটাখানি।

এরপর এলো বাজির প্রসঙ্গ। আমিও রাজি। ব্রজমামা সাক্ষী। শুনে উনি হাঁ-হয়ে তাকালেন। ভয়ার্ত চাহনি মেলে বললেন, কেন রে, খেয়ে কাজ নেই তোদের? বাজির কি টান পড়েছে দেশে? কত বাজিই লড়লি এদ্দিন? ফুটবল নিয়ে, ডান্ডাগুলি নিয়ে, ঘুড়ি নিয়ে। তাই কর না। কেন খামোখা ওসব ভূতপ্রেতদের নিয়ে টানাটানি করছিস?

কেন? তোমার অসুবিধা কী? তোমায় তো যেতে হচ্ছে না।

বিট্টুর ফটফটানিতে চুপ করলেন ব্রজমামা। অবশেষে শুকনো মুখ করে মিনমিন করলেন, ঠিক আছে। যা-খুশি করগে যা। পরে আমায় দোষ দিস না যেন।

হেসে উঠল বিট্টু অমনি। কেন? তোমায় দোষ দেব কেন? সে-কথা আসছেই

বা কোত্থেকে? তুমি তো এর মধ্যে নেই। শুধু বয়সে বড় হিসেবে টাকাটার দায়িত্ব নেবে। পরে বাজি যে জিতবে, তার হাতে তা তুলে দেবে। ব্যস্!

শ্মশানঘাটে বিপদ ঘটলে? বলে ব্রজমামা চোখ টেরিয়ে তাকালেন।

বিপদ ঘটলে আমাদের ঘটবে। তোমার কী? গুড্ডুর কথায় বিতর্কের অবসান।

যদিও শেষ বাক্যটি ব্রজমামাই বললেন। বললেন, মনে থাকে যেন কথাগুলো। শেষে বলিস না যে, বড় হয়েও তোদের ছোটদের বারণ করলাম না কেন!

পরে ব্রজমামা আমায় একান্তে বোঝালেন। ভূতুড়ে দু-একটি কাহিনির উল্লেখও করলেন। আমি ব্রজমামার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললাম, এ কী কথা শুনি ব্রজমামা? তুমি তো কস্মিন্‌কালে ভূতেদের পাত্তা দাওনি। আমি তোমারই চ্যালা। তবে আজ এমন মন ভাঙাচ্ছ?

ব্রজমামা বিব্রত বোধ করলেন। এক ছিলিম মতো হেসে বললেন, এক বললে আর-এক বুঝিস দেখি! তুই আমার চ্যালা হওয়ার যোগ্যই নস। কী বলতে চাইলাম, তা বুঝেছিস?

কেন বুঝব না? আমি ফট করে বলি। জলের মতো সোজা করেই যে বললে। বলতে চাইলে, শ্মশানে ভূত থাকে। অহেতুক এমন রিস্কের কাজ করার মানে হয় না।

না, মোটেও আমি তা বলিনি। ব্রজমামা পাল্টা বললেন।

তা বলোনি?

না।

তবে আর একবার শুনি তোমার বক্তব্যটি?

ব্রজমামা মোলায়েম করে বললেন, শোন, ভূত নেই ঠিক কথা। সেটা আগে যেমন বলেছি, এখনও বলছি। কিন্তু 'ভূতের ভয়' নামক বস্তুটা যে আমাদের ভেতরেই ঘাপটি মেরে বসে। সে আমাদের জন্মসূত্রে লাভ করা। শ্মশানঘাটে গিয়ে যদি সেটি চাগাড় দিয়ে উঠল?

আমি হেসে উঠে ফুৎকার দিয়ে বলি, ধুৎ! অত হিসেব কষলে আর বাজি লড়া হয় না। বাজির বৈশিষ্ট্যই হল ঝুঁকি। এতগুলো টাকার ব্যাপার। একটু ঝুঁকি তো নিতেই হয়।

ব্রজমামা আর কিছু বললেন না। মুখচুন করে উঠে দাঁড়ালেন। হতাশকণ্ঠে বিড়বিড় করতে থাকলেন, তোরা যে কবে-কবে এত বড়ো হয়ে গেলি। যা খুশি করগে, যা।

চতুর্দিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিশ্বপ্রকৃতির বুকে রংমিস্ত্রী যেন আলকাতরার প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে। এমনই হবার কথা। একে অমাবস্যা, তায় মধ্যরাত। আমার হাতে একটিই অস্ত্র ধরিয়ে দিয়েছে ওরা। একটি পেন্সিলব্যাটারি টর্চ। সে আলো লণ্ঠনের চাইতেও মিনমিনে। ইচ্ছে করেই ব্যাটারিগুলো পুরোনো ভরেছে গুড্ডুরা। আলো পাছে সাহস জোগায় আমার।

টর্চের আবছা আলোয় পথ হাঁটতে লাগলাম সামনের দিকে। পথ বলে কিছু